দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUN 9 1999
পৃঃ ১৮ কলাম ৫

197

বেসরকারী শিক্ষকদের দুর্দশা

কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হলো বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সমিতির সম্মেলন। সেই সম্মেলনের পূর্বে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে অবহেলিত শিক্ষক সমাজের ভাগ্যোন্নয়নে ও সর্বজনীন শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ঘোষণার কথা শুনা গিয়েছিল ঃ (১) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের মাসিক ভাতা শতকরা একশত ভাগ দেয়া হবে। (২) সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধার ব্যবধান কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। (৩) দুই ঈদে দুটি উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে। (৪) মাসিক ভাতা পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে এবং আরও অনেক কিছু।

আমরা বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী সমাজ বুক ভরা আশা নিয়ে সেই শুভক্ষণের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলাম এবং আজও সেই শুভক্ষণের অপেক্ষায় আছি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সেদিন যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত দেশে শিক্ষার সুযোগ তথা স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে সরকারীকরণ করেন। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের হৃদয়েও এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

অবহেলিত বেসরকারী শিক্ষক সমাজের আশার আধার হিসাবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করে সর্বজনীন শিক্ষার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব ও এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে আরও একটি যুগান্তকারী অধ্যায় সূচনার লক্ষ্যে উপরোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

কে এম সলিমুজ্জামান
সিনিয়র শিক্ষক, মান্নান উচ্চ বিদ্যালয়
ডেমরা, ঢাকা।